ভোরের কাগজ

NOV. 19 2001

তারিখ ...

পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

একটি প্রজ্ঞাপন ও শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সরকারি হাই স্কুলগুলোর সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তার সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে শিক্ষার মান ও শিক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা। সরকারি স্কুলগুলোর শিক্ষক বদলি তার নির্দেশে হয়ে থাকে অনায়েসে। বদলিজনিত অনেক চমকপ্রদ খবর পাওয়া যায় এ অধিদপ্তরে।

শিক্ষা অধিদপ্তরের এক প্রজ্ঞাপনে বলা আছে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ ছাড়া বদলি করা হবে না অথচ মহাপরিচালকের জারি করা প্রজ্ঞাপন উনি নিজেই মান্য করছেন না। এর একটা উদাহরণ তুলে ধরছি।

গত ২৪ অক্টোবার ২০০১ এক আদেশে (আদেশ/স্মারক নং-৮টি/১৭ সম/২০০১/১৪৪২৮/৩৫০) দেশের ২২৪টি বিদ্যালয়ের ২২৪ জন শিক্ষককে বদলি করা হয়। অথচ এ বিশাল বদলির পিছনে কারণ কি তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা আঞ্চলিক উপ-পরিচালকগণও জানেন না। প্রজ্ঞাপনের মর্যাদা কি রক্ষিত হলো? নাকি এটাকেও বলবেন প্রশাসনে নিরপেক্ষতা আনায়ন?

সারা দেশে বিদ্যালয়সমূহে বার্ষিক পরীক্ষা ও এসএসসি নির্বাচনী পরীক্ষা চলছে। এ মুহূর্তে এ ধরনের বদলি কি লাভের জন্য? এটা কি প্রশাসনের সচ্ছতা? অভিভাবক মহলের দুশ্চিন্তা : শিক্ষা ভবনে যারা বসে আছেন তাদের কি শিক্ষা বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই?

জেলা শহরগুলো ছাড়া থানা পর্যায়ে যতোগুলো সরকারি হাই স্কুল আছে সবগুলো স্কুলেই শিক্ষকের অভাব রয়েছে। তার ওপর এভাবে বদলি করে শিক্ষকদের শহরে নিয়ে এলে মফস্বল শহরের স্কুলগুলোতে এর প্রভাব পড়বে।

শিক্ষা অধিদপ্তরের কাজ ও উদ্দেশ্যের আরো স্বচ্ছতা থাকা চাই।

এ ইউ আলম
বি.পাড়া, কুমিল্লা।